

এমসিসি বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম)

চেয়ারম্যানের বক্তব্য

২০ সেপ্টেম্বর, রবিবার, ২০২৬

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ

সম্মানিত উপস্থিতি, সম্মানিত দায়িত্বশীলবৃন্দ, প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আমাদের প্রিয় তরুণ প্রজন্ম—

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

এক

আজকের এই বার্ষিক সাধারণ সভা আমাদের জন্য শুধু একটি সাংগঠনিক আনুষ্ঠানিকতা নয়। এটি বছরে একবার নিজেদের দিকে ফিরে তাকানোর সুযোগ। গত এক বছরে আমরা কী করেছি, কতটুকু পেরেছি, কোথায় পিছিয়ে পড়েছি—তার হিসাব নেওয়ার দিন।

আর এই আত্মমূল্যায়নের ইসলামী নাম হলো—মুহাছাবা।

আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তায়ালা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ

“হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যেন লক্ষ্য করে সে আগামী দিনের জন্য কী অগ্রিম পাঠিয়েছে।” সূরা আল-

হাশর: ১৮

সাইয়িদুনা উমর ইবনুল খাতাব (রা.) বলেছেন:

حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا

“তোমাদের হিসাব নেওয়ার আগে তোমরা নিজেরাই নিজেদের হিসাব নাও।”

আজ আমি সেই চেতনা নিয়েই আপনাদের সামনে দাঁড়িয়েছি। বক্তৃতা দিতে নয়, হিসাব দিতে, এবং আপনাদের সঙ্গে নিয়ে সামনের পথটা ঠিক করতে।

দুই: কানাডাঃ আমাদের দেশ

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

শুরুতেই আমি একটি কথা খুব পরিষ্কারভাবে বলতে চাই, যে কথাটি আমরা অনেক সময় মনে মনে অনুভব করি কিন্তু মুখে বলি না।

কানাডা আমার দেশ।

এটি শুধু সেই দেশ নয় যেখানে আমি থাকি। এটি সেই দেশ যেখানে আমাদের অনেকের সন্তান জন্ম নিয়েছে। যেখানে সে সন্তান প্রথম

হাঁটতে শিখেছে, প্রথম স্কুলে গেছে, প্রথম বন্ধু পেয়েছে। এটি সেই দেশ যার হাসপাতালে আমাদের অসুস্থ বাবা-মায়ের সেবা হয়েছে। যার

মাটিতে আমাদের প্রিয়জনদের কবর পর্যন্ত হয়েছে।

যে মাটিতে আপনার সন্তান জন্ম নেয় এবং যে মাটিতে আপনার প্রিয়জন শায়িত থাকেন—সে মাটি আর পরবাস থাকে না। সে মাটি হয়ে

যায় আপন, আপনার দেশ।

আমরা অনেকেই এসেছি বাংলাদেশ থেকে। সেই সবুজ মাটি, সেই নদী, সেই মায়ের ভাষা, তা আমাদের রক্তে মিশে আছে। তা আজীবন থাকবে। সেটি আমাদের শিকড়। কিন্তু শিকড় যেখানে, তার শাখা-প্রশাখা সেখানেই যে থাকতে হবে, এমন কোনো নিয়ম নেই। আজ আমাদের শিকড় বাংলাদেশে, আর আমাদের ডালপালা ছড়িয়ে পড়েছে এই কানাডার আকাশে, বাতাসে।

আর যে দেশকে আমি "আমার দেশ" বলি, তার প্রতি আমার দায়িত্ব আছে। তার ভালো চাওয়া, তার কল্যাণে অবদান রাখা, তার প্রতিবেশীর পাশে দাঁড়ানো—এটি আমার নাগরিক দায়িত্বই শুধু নয়, এটি আমার দ্বীনি দায়িত্বও।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশি উপকারী।

আমরা এই দেশের অতিথি নই। আমরা এই দেশের নির্মাতা।

তিন: আমাদের ইতিহাস—এই মাটিতে মুসলিমদের পদচিহ্ন

অনেকে ভাবেন, কানাডায় মুসলিমদের ইতিহাস মাত্র কয়েক দশকের। এটি সত্য নয়। আসুন, একটু পেছনে ফিরে তাকাই। ইতিহাসের নথি অনুযায়ী কানাডায় প্রথম নথিভুক্ত মুসলিম দম্পতি ছিলেন জেমস লাভ (James Love) ও আগনেস লাভ (Agnes Love)। তাঁরা স্কটল্যান্ড থেকে অভিবাসী হয়ে ১৮৫১ সালে অন্টারিওতে বসতি স্থাপন করেন এবং কানাডা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগেই ইসলাম গ্রহণ করেন।

একটু ভেবে দেখুন, কানাডা নামক রাষ্ট্রটির জন্ম ১৮৬৭ সালে। আর এই ভূখণ্ডে মুসলিম পরিবারের উপস্থিতি তারও ১৬ বছর আগে! ১৮৭১ সালের কানাডার আদমশুমারিতে জেমস লাভকে "মোহামেডান" হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়, যা এই দেশে মুসলিম উপস্থিতির প্রাচীনতম সরকারি নথিগুলোর একটি।

এরপর পশ্চিম আফ্রিকা থেকে আসা মাহোমাহ বাকুয়াকুয়া (Mahommah Baquaqua) ১৮৫৪ সালে অন্টারিওতে বসবাসকালে তাঁর জীবনকাহিনি লিপিবদ্ধ করেন, যা মুসলিমদের সাহিত্য ও ইতিহাসচর্চায় প্রথম উল্লেখযোগ্য অবদান হিসেবে বিবেচিত হয়।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে লেবানন থেকে আসা আলী আবুশাদি (Ali Abouchadi)-র মতো উদ্যোক্তারা আলবাটা ও সাসকাচোয়ানে মুসলিম বসতির বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

আর ১৯৩৮ সালে এডমন্টনে আল-রশিদ মসজিদ প্রতিষ্ঠা কানাডায় মুসলিম প্রাতিষ্ঠানিক জীবনের ইতিহাসে এক অনন্য মাইলফলক হয়ে ওঠে। কল্পনা করুন, তুমারে ঢাকা প্রেইরির বুকে, হাতে গোনা কয়েকটি পরিবার, সীমিত সামর্থ্য; তবু তাঁরা একটি ঘর বানিয়েছিলেন আল্লাহর নামে। আজ আমাদের সামর্থ্য তাঁদের চেয়ে বহুগুণ বেশি। প্রশ্নটি সামর্থ্যের নয়; প্রশ্নটি সংকল্পের।

পরবর্তী দশকগুলোতে দক্ষিণ এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, ইউরোপ—বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে মুসলিমরা এসেছেন। বিশেষ করে ১৯৬০-এর দশকের পর কানাডার অভিবাসন ব্যবস্থায় পরিবর্তনের ফলে শিক্ষা, দক্ষতা ও পেশাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে নতুন জনগোষ্ঠীর আগমন বাড়ে। এর মধ্য দিয়েই আমাদের অনেকের পরিবারের কানাডা যাত্রা শুরু।

আজ ২০২১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী কানাডায় মুসলিম জনসংখ্যা প্রায় ১.৭৮ মিলিয়ন—মোট জনসংখ্যার ৪.৯ শতাংশ। আর এই জনগোষ্ঠীর গড় বয়স তুলনামূলকভাবে তরুণ। অর্থাৎ কানাডার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের গঠনে মুসলিমদের ভূমিকা ক্রমেই বাড়ছে।

মুসলিমরা আজ এই সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ—চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শিক্ষক, গবেষক, উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী, কৃষক, আইনজীবী, প্রযুক্তিবিদ, সরকারি কর্মকর্তা, সমাজকর্মী। খাদ্য সহায়তা, শরণার্থী সহায়তা, দুর্যোগ ভ্রাণ, স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলিম কমিউনিটি বৃহত্তর কানাডিয়ান সমাজের পাশে দাঁড়িয়েছে বারবার।

তাই আমাদের সামনে একটি নতুন বাস্তবতা এবং নতুন দায়িত্ব। আমরা আর শুধু নতুন অভিবাসী হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠার পর্যায়ে নেই; আমরা এখন কানাডার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নির্মাণের অংশীদার।

চার: "লাভ"; ভালবাসার নামে শুরু হওয়া যাত্রা

এই ইতিহাসের একটি ছোট কিন্তু হৃদয়স্পর্শী দিক আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না।

এই ভূখণ্ডে প্রথম নথিভুক্ত মুসলিম পরিবারের পারিবারিক নাম ছিল "লাভ" (Love)।

এটি নিছক একটি নাম। কিন্তু এই নামের মধ্যে আমরা একটি সুন্দর ইঙ্গিত খুঁজে পাই। যেন এই ভূখণ্ডে মুসলিমদের যাত্রা শুরুই হয়েছিল ভালবাসার নামে, ভালবাসার আঙিনায়।

সুবহানাল্লাহ! ইতিহাস কখনো কখনো এমন সুন্দর সংকেত রেখে যায়।

আমরা বিশ্বাস করি, এই ধারাবাহিকতা আজও অব্যাহত থাকা উচিত। আমরা প্রত্যাশা করি, মুসলিমদের প্রতিটি নতুন প্রজন্ম এই মাটিতে জন্ম নেবে ভালবাসা, আস্থা ও সম্প্রীতির নতুন অধ্যায় রচনা করতে। তাদের আগমন এই সমাজে আরও গভীর সংযোগ, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ঐক্যের বার্তা বয়ে আনবে, যা এই দেশকে সবার জন্য এক নিরাপদ, উষ্ণ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আবাসভূমিতে পরিণত করবে।

"লাভ" নামের সেই প্রথম পরিবারটি যেমন নীরবে এই ভূখণ্ডের অংশ হয়ে গিয়েছিল, তেমনি আমরাও চাই, মুসলিমদের প্রতিটি পদক্ষেপ এই সমাজের প্রতি একটি ভালবাসার বার্তা হয়ে উঠুক।

আমাদের প্রতিবেশী যেন বলতে পারেন: "ওরা আমাদের পাশে থাকে।" আমাদের সহকর্মী যেন বলতে পারেন: "ওদের কথা বিশ্বাস করা যায়।" আমাদের শহর যেন বলতে পারে: "ওরা এই শহরকে আরও ভালো করেছে।"

এই তো দাওয়াহ। এই তো আমাদের পরিচয়।

পাঁচ: এমসিসি আমাদের ঘর

প্রিয় ভাই ও বোনরা,

এবার আসি আমাদের নিজেদের কথায়।

এমসিসি কোনো ভবন নয়। এমসিসি কোনো কমিটি নয়। এমসিসি কোনো পদ-পদবির তালিকা নয়।

এমসিসি হলো একদল মানুষের একটি স্বপ্ন, যাঁরা বিশ্বাস করেছিলেন যে, এই ঠান্ডা দেশে আমাদের সন্তানদের জন্য একটি উষ্ণ ঘর দরকার। যেখানে তারা নিজেদের পরিচয় নিয়ে গর্ব করতে শিখবে, আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক গড়বে, এবং একই সঙ্গে ভালো কানাডিয়ান নাগরিক হয়ে উঠবে।

আমি আজ কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি সেই মানুষগুলোকে, যাঁরা শুরুর দিনগুলোতে নিজেদের সীমিত আয় থেকে টাকা দিয়েছেন, শীতের রাতে গাড়ি চালিয়ে প্রোগ্রামে এসেছেন, নিজের পরিবারের সময় কেটে সংগঠনকে দিয়েছেন। তাঁদের অনেকের নাম হয়তো কোনো ফলকে লেখা নেই। কিন্তু আল্লাহর খাতায় লেখা আছে। এবং সেটিই যথেষ্ট।

আমি কৃতজ্ঞ সেই বোনদের প্রতি, যাঁরা নীরবে রান্নাঘর সামলেছেন, বাচ্চাদের ক্লাস নিয়েছেন, অসুস্থ প্রতিবেশীর ঘরে খাবার পৌঁছে দিয়েছেন কোনো স্বীকৃতির প্রত্যাশা ছাড়াই।

আমি কৃতজ্ঞ আমাদের তরুণদের প্রতি, যাঁরা পরীক্ষার চাপ সামলেও স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দাঁড়িয়েছেন।

জাযাকুমুল্লাহু খাইরান। আল্লাহ আপনাদের প্রত্যেকের ক্ষুদ্রতম প্রচেষ্টাকেও কবুল করুন।

ছয়: আমাদের স্বপ্ন, এক নামে চেনা একটি সংগঠন

এখন আমি আপনাদের সামনে একটি স্বপ্নের কথা বলতে চাই। এবং আমি চাই, আজ এই ঘর থেকে বের হওয়ার সময় এই স্বপ্নটি

আপনাদের প্রত্যেকের বুকের ভেতর গেঁথে থাকুক।

আসুন আমরা সবাই মিলে স্বপ্ন দেখি—

কানাডার বাংলাদেশী কমিউনিটিতে যখন কেউ বিপদে পড়বে, তখন তার প্রথম মনে পড়বে এমসিসি'র নাম।

যখন একটি নতুন পরিবার বিমানবন্দর থেকে নেমে অচেনা এই দেশে দাঁড়াবে, ভয়ে, অনিশ্চয়তায় কাঁপবে, তখন কেউ একজন এসে বলবে, "চিন্তা করো না, এমসিসি আছে।"

যখন কোনো পরিবারে মৃত্যু আসবে, সেই সবচেয়ে অসহায় মুহূর্তে, যখন কেউ জানে না কী করতে হবে, তখন এমসিসি'র মানুষ দরজায় এসে দাঁড়াবে।

যখন কোনো তরুণ পথ হারাবে, কোনো মা তার সন্তানকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় ঘুমাতে পারবেন না, তখন তাঁরা জানবেন, এমসিসি'তে কথা বলার মতো মানুষ আছে।

আর শুধু আমাদের কমিউনিটি নয়। আমি স্বপ্ন দেখি, এই শহরের ফুড ব্যাংকে, শীতবস্ত্র বিতরণে, রক্তদান কর্মসূচিতে, প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের বিপদে, সবার আগে যে সংগঠনের নাম উচ্চারিত হবে, সেটি হবে এমসিসি।

আমি স্বপ্ন দেখি, এমসিসি হবে কানাডার এক নম্বর ইসলামী সংগঠন। শুধু আকারে নয়; বিশ্বাসযোগ্যতায়, স্বচ্ছতায়, ভালবাসায় এবং মানুষের কল্যাণে।

কিন্তু ভাই ও বোনেরা, এক নম্বর হওয়া কোনো প্রতিযোগিতার বিষয় নয়। এটি কোনো ট্রফি নয়। এটি একটি দায়িত্ব।

এক নম্বর হওয়ার অর্থ—সবচেয়ে বড় ভবন নয়, সবচেয়ে বড় হৃদয়। সবচেয়ে বেশি প্রোগ্রাম নয়, সবচেয়ে বেশি প্রভাব। সবচেয়ে বেশি সদস্য নয়, সবচেয়ে বেশি আস্থা।

মানুষ যেন এমসিসি'কে চেনে কাজ দিয়ে, প্রচার দিয়ে নয়।

সাত: কিন্তু তার আগে মুহাসাবা

এই স্বপ্ন সত্যি করতে হলে আমাদের একটি কঠিন কাজ করতে হবে। নিজেদের দিকে তাকাতে হবে।

মুহাসাবার সহজ অর্থ হল নিজের হিসাব নিজে নেওয়া। নিজেকে নিজে প্রশ্ন করা:

- আমি কী করেছি?
- কেন করেছি?
- কীভাবে করেছি?
- আমার কাজটি কি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করেছে?
- আমি কি সংগঠনের আমানত যথাযথভাবে পালন করেছি?

এজিএম মানে নিজেকে অন্যের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো নয়; নিজেকে নিজের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো।

আমরা যখন একটি ইসলামী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হই, তখন আমরা শুধু সদস্য হই না, আমরা একটি আমানত গ্রহণ করি।

আমাদের সময় আমানত। আমাদের দায়িত্ব আমানত। আমাদের সিদ্ধান্ত আমানত। এমনকি আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কও আমানত।

তাই প্রশ্ন করি, আমরা কি সময়মতো কাজ করছি? আমরা কি অন্যের মতামতকে সম্মান করছি? আমরা কি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে আন্তরিক? আমরা কি মতভেদকে ব্যক্তিগত বিরোধে পরিণত করছি? আমরা কি শপথের অঙ্গীকার সংগঠনের স্বার্থকে চেয়ে নিজের স্বার্থের উপর অগ্রাধিকার দিতে পেরেছি?

আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, আমরা কি আল্লাহর সন্তুষ্টিতে আমাদের কাজের মূল উদ্দেশ্য হিসেবে ধরে রেখেছি?

মুহাসাবা মানে দোষ খোঁজা নয়

এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার হওয়া দরকার।

মুহাসাবা মানে কারও দোষ খোঁজা নয়। কাউকে ছোট করা নয়। কাউকে বিব্রত করা নয়। নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা নয়। পুরনো ক্ষোভ প্রকাশের সুযোগও নয়।

মুহাসাবার উদ্দেশ্য হলো, সংশোধন, উন্নয়ন এবং কল্যাণ।

আমি যদি আমার ভাইয়ের একটি ভুল দেখি, প্রথম প্রশ্ন হওয়া উচিত: "এই ভুলটি কি কোনোভাবে আমার মধ্যেও আছে?" যদি থাকে, আগে নিজেকে সংশোধন করি। আর যদি না থাকে, তাহলে অহংকার নয়, আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি এবং দোয়া করি যেন আমিও কখনো সেই ভুলে না পড়ি।

পারস্পরিক মুহাসাবার আদব

সংগঠনে আমরা একসঙ্গে কাজ করি, তাই ভুল হওয়া স্বাভাবিক। ভুলের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ, ভুলকে আমরা কীভাবে সংশোধন করি।

প্রথমত, মুহাসাবা অবশ্যই তথ্যনির্ভর হতে হবে। শোনা কথা, অনুমান বা গুজবের ভিত্তিতে কারও সম্পর্কে মন্তব্য নয়।

দ্বিতীয়ত, সঠিক সময় ও পরিবেশ নির্বাচন করতে হবে। সবার সামনে কাউকে অপমান করে মুহাসাবা করা ইসলামী আদবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

তৃতীয়ত, ভালোবাসা ও কোমলতা থাকতে হবে। ব্যক্তিকে আক্রমণ নয়, বিষয়কে আলোচনা করতে হবে।

"আপনি সবসময় এমন করেন" এ ধরনের ভাষা সম্পর্ক নষ্ট করে। বরং বলা যেতে পারে: "ভাই, বিষয়টি আমার কাছে এভাবে মনে হয়েছে/ হয়তো আমি ভুলও হতে পারি/ আমরা কি একটু আলোচনা করতে পারি?"

এই একটি ভাষাগত পরিবর্তন অনেক বড় পার্থক্য তৈরি করে।

চতুর্থত, যাঁর মুহাসাবা করা হচ্ছে, তাঁরও দায়িত্ব আছে। ধৈর্য সহকারে শুনতে হবে। সঠিক হলে গ্রহণ করতে হবে, ভুল হলে মার্জিতভাবে পরিস্কার করতে হবে।

আমাদের একটি মানসিকতা তৈরি করতে হবে: "আমার ভুল ধরিয়ে দেওয়া মানে আমার সঙ্গে শত্রুতা নয়; বরং আমার উন্নতি চাওয়া।" যে ব্যক্তি অন্যের সমালোচনা গ্রহণ করতে পারে, সে দুর্বল নয়—সে আত্মসংশোধনের সাহস রাখে।

মতভেদ হলে কী করব?

একটি সংগঠনে মতভেদ থাকবেই। মতভেদ সবসময় সমস্যা নয়। মতভেদকে আমরা কীভাবে পরিচালনা করছি, সেটাই আসল।

দুজনের মত ভিন্ন হতে পারে। উভয়ে বক্তব্য তুলে ধরবেন। আলোচনা হবে, সমাধানের চেষ্টা হবে। সমাধান না হলে বিষয়টি স্থগিত রাখা যেতে পারে।

কিন্তু আমরা যেন একটি সাংগঠনিক মতভেদকে ব্যক্তিগত বিরোধে পরিণত না করি। আজকের একটি মতভেদ যেন আগামী দিনের সম্পর্ক নষ্ট না করে।

আর কোনো অভিযোগ বা অসন্তোষ থাকলে তা সংগঠনের নির্ধারিত কাঠামো ও দায়িত্বশীলদের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে হবে।

ব্যক্তিগতভাবে, গোপনে, ইমেইল, টেক্সট বা অন্য কোনো মাধ্যমে কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ ছড়িয়ে দেওয়া সংগঠনের আস্থা ও ভ্রাতৃত্বকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

আমাদের নীতি হবে সমস্যাকে মানুষের কাছে নয়, যথাযথ প্রক্রিয়ার কাছে নিয়ে যাওয়া।

আট: সাংগঠনিক মুহাসাবা, আজকের এই সভা

আজকের এজিএম'ও আসলে একটি বড় মুহাসাবার সুযোগ।

আমরা গত বছরের দিকে তাকাব। কী ভালো হয়েছে? কী হয়নি? কোথায় সফল হয়েছি? কোথায় আমাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি? কেন হয়নি? আগামী বছর কীভাবে আরও ভালো করা যায়?

এখানে ব্যর্থতা স্বীকার করতে আমাদের ভয় পাওয়া উচিত নয়।

ব্যর্থতা লজ্জার নয়; ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা না নেওয়াই লজ্জার।

একটি ইসলামী সংগঠনের প্রকৃত শক্তি হলো সে তার নিজের ভুল স্বীকার করতে পারে, নিজেকে সংশোধন করতে পারে এবং আবার এগিয়ে যেতে পারে।

নয়: আগামী দিনের পথ

তাহলে সামনের দিনে আমরা কোথায় জোর দেব? আমি কয়েকটি বিষয় আপনাদের সামনে রাখছি:

এক, তরুণ প্রজন্ম। এটি আমাদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব এবং সবচেয়ে বড় ঝুঁকি। আমাদের সন্তানরা এই দেশে জন্মেছে, এখানেই বড় হচ্ছে। তারা যদি এমসিসি'তে নিজেদের জায়গা না পায়, তারা অন্য কোথাও জায়গা খুঁজবে। তাদের শুধু শ্রোতা বানাবেন না, নেতৃত্ব দিন। ভুল করতে দিন। শেখার সুযোগ দিন।

দুই, আমাদের বোনেরা। সংগঠনের অর্ধেক শক্তি আমাদের বোনেরা। তাঁদের অংশগ্রহণ যেন শুধু আয়োজনে সীমাবদ্ধ না থেকে সিদ্ধান্তেও পৌঁছায়।

তিন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি। মানুষের দান আমানত। প্রতিটি ডলারের হিসাব পরিষ্কার থাকতে হবে। যে সংগঠনের হিসাব স্বচ্ছ, মানুষ সেই সংগঠনকেই ভালোবাসে।

চার, সেবা ও সমাজকল্যাণ। আমাদের কাজ যেন মসজিদের দেয়ালে সীমাবদ্ধ না থাকে। প্রতিবেশীর দরজা পর্যন্ত পৌঁছাক।

পাঁচ, ঐক্য। আমাদের কমিউনিটিতে অনেক সংগঠন আছে। আমরা কারও প্রতিদ্বন্দ্বী নই। আমরা সহযাত্রী। ভালো কাজে সহযোগিতা করাই কুরআনের নির্দেশ।

দশ: আজকের অঙ্গীকার

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

আজ আমরা যদি শুধু রিপোর্ট শুনি, কিছু সিদ্ধান্ত নিই এবং সভা শেষ করি, তাহলে আমরা একটি সভা শেষ করব, এর বেশি কিছু নয়।

কিন্তু যদি আজ আমরা সত্যিকারভাবে নিজেদের হিসাব নিই, তাহলে আমরা একটি ইসলামী সাংগঠনিক সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পারব।

আমাদের প্রত্যেকের মনে আজ তিনটি প্রশ্ন থাকুক:

১. আমি আল্লাহর কাছে কেমন? ২. আমি মানুষের সঙ্গে কেমন? ৩. আমি যে আমানত ও দায়িত্ব পেয়েছি, তার সঙ্গে আমি কেমন আচরণ করছি?

সমাপ্তি

আমার ভাই ও বোনেরা,

১৮৫১ সালে এই মাটিতে একটি পরিবার এসেছিল, যাদের নাম ছিল "লাভ", ভালবাসা। তারা নীরবে এই ভূখণ্ডের অংশ হয়ে গিয়েছিল।

আজ ১৭০ বছরেরও বেশি সময় পরে, আমরা সেই একই মাটিতে দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের ভাষা আলাদা, আমাদের পোশাক আলাদা,

আমাদের রান্নার গন্ধ আলাদা। কিন্তু আমাদের বার্তা যেন একই থাকে, তা হল ভালবাসার বার্তা।

আমাদের সন্তানরা একদিন বড় হবে। তারা জিজ্ঞেস করবে, "আমাদের বাবা-মায়েরা এই দেশে কী রেখে গেছেন?"

আমি চাই সেদিন উত্তরটি হোক: তাঁরা একটি ঘর রেখে গেছেন। একটি সংগঠন রেখে গেছেন। একটি চরিত্র রেখে গেছেন। আর রেখে

গেছেন একটি নাম, যে নাম শুনলে মানুষ বলে, "ওরা ভালো মানুষ ছিল।"

আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তায়ালা আমাদের এমন মানুষ হিসেবে কবুল করুন, যারা প্রতিদিন নিজেদের হিসাব নেয়, ভুল হলে ফিরে আসে, অন্যের ভুল ক্ষমা করে এবং সংশোধনের সুযোগ দেয়।

আমাদের সংগঠনকে এমন একটি সংগঠনে পরিণত করুন, যেখানে মুহাসাবা ভয়ের বিষয় নয়, তা উন্নতির সুযোগ; সমালোচনা অপমান নয়, তা কল্যাণের উপায়; মতভেদ বিভেদের কারণ নয়, তা সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার মাধ্যম।

আসুন, আজকের এই এজিএম থেকে একটি নতুন মানসিকতা নিয়ে বের হই;

"আগে নিজেকে প্রশ্ন করব, তারপর অন্যকে।"

আল্লাহ আমাদের সকলের আমল কবুল করুন, আমাদের ভুলত্রুটি ক্ষমা করুন, আমাদের পারস্পরিক ভালোবাসা ও দ্রাতৃত্ব বৃদ্ধি করুন, এই দেশকে আমাদের সবার জন্য শান্তি ও কল্যাণের আবাস বানিয়ে দিন এবং এমসিসি'কে তাঁর দ্বীনের জন্য একটি কার্যকর, ঐক্যবদ্ধ ও

কল্যাণময় সংগঠন হিসেবে কবুল করুন।

رَبَّنَا نَقْبَلُ مِنْكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

আপনার একান্ত শাহীন ভাই